চতুর্থ দিন

- পুনরালোচনা, প্রতিভাব ও উপস্থাপন
- সমুদ্রে ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয়
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকা
- মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে করণীয় পদক্ষেপ
- সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয়
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়–সুপারিশমালা (Action Plan)

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৪ সময় ঃ ০৯:০০ -০৯:৪৫ মেয়াদকাল ঃ ৪৫ মিনিট

শিরোনাম ঃ **পুনরালোচনা, প্রতিভব ও উপস্থাপন।**

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ অংশগ্রহণকারীদের পূর্ব দিনের কার্যক্রম পুনরালোচনা ও তার প্রতিভাব উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া যাতে তারা পূর্বের আলোচনা স্মরণ করতে পারেন এবং সংশোধন করে অধিবেশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- পূর্ব দিনের শিক্ষণ পুনরালোচনার মাধ্যমে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে ঐকমত্যে পৌছাতে সক্ষম হবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			২ মিনিট
	• উদ্দীপক (Warm-up) কার্যক্রম • চলতি অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৪০ মিনিট
	• একজন প্রশিক্ষণার্থী দ্বারা পূর্ব দিনের কার্যক্রম পুনরালোচনা। • পূর্ব দিনের আলোচ্য বিষয়সমূহের উপর সকলের প্রতিভাব (প্রশ্ন-উত্তর)	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সারসংক্ষেপ			৩ মিনিট
	• পরবর্তী অধিবেশনে পাঠ্যক্রমের পুনরালোচনার সঙ্গে স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ, অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, হোয়াইট বোর্ড, ইত্যাদি।			

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৪ সময় ঃ ০৯:৫০ -১০:৫০ মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ **সমুদ্রে ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয়**

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের সমুদ্রে ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয় বিষয়ে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- সমুদ্রে ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয় বিষয়ে বলতে পারবেন

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগত • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• সমুদ্রে ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয় বিষয়ে আলোচনা	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর মুক্ত চিন্ড়র ঝড়	
সারসংক্ষেপ			৫ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • হ্যান্ডআউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ, অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।			

হ্যান্ড আউট

দিন ঃ ০৪ অধিবেশন ঃ ০২

বিষয় ঃ সমুদ্র ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয়
ভূমিকা

বাংলাদেশ গাঙ্গেয় বদ্বীপ রাষ্ট্র এবং বঙ্গোপসাগরের সর্ব-উজানে ও তীরবর্তী খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ঝড়-জলোচ্ছ্বাস কবলিত অঞ্চল। এশিয়ার অন্যতম সাইক্লোন ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের ৭১০কিঃ মিঃ উপকূল দিয়ে প্রায় প্রতি বছরই মাঝারি থেকে বড় ধরনের সাইক্লোনের আবির্ভাব ঘটে এবং কয়েক বছর পরপর প্রলয়ংকরী ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে জানমালের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। তবে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের সম্পৃক্ততায় দেশি-বিদেশি সংস্থা ও এনজিও এর সহযোগিতায় উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণ এখন অনেক সচেতন হয়েছে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সারা বছরই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নানা কর্মকা পরিচালিত হয়ে আসছে। পরিকল্পিতভাবে বেড়ীবাধ নির্মাণ ও উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক সুন্দরবন ও পরিকল্পিত বনায়ন সৃজনের মাধ্যমে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য সুরক্ষা বলয় তৈরি হয়েছে। প্রতিবছর বেষ্টনী বাঁধ ও বনায়ন নষ্ট হয়- আবার পুনঃনির্মাণ করা হয়। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ছাড়াও নানা ধরণের প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ রয়েছে। এ নিবন্ধে এসব বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

দুর্যোগ কি ?
দুর্যোগ এমন একটি ঘটনা যা প্রকৃতি বা মনুষ্য সৃষ্ট হতে পারে। সময়ের মেয়াদে এই দুর্যোগ হঠাৎ বা ধীরগতিতে সংঘটিত হয়, যার পরিণতিতে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি তাদের নিজস্ব ক্ষমতায় স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করতে পারে না এবং তার জন্য বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

দুর্যোগের প্রকারভেদ -
দুর্যোগ প্রধানতঃ দুই প্রকার - প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ

ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ
১. সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস
২. বন্যা-খরা
৩. ভূমিকম্প
৪. ভূমি-ধ্বস, নদী ভাঙ্গন
৫. টর্নেডো ইত্যাদি।

খ) মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ ঃ
১. গৃহযুদ্ধ
২. আন্তঃরাষ্ট্রীয়, বহুরাষ্ট্রীয় যুদ্ধ
৩. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
৪. নাশকতা
৫. বর্ণবিদ্বেষ

গ) তাছাড়া দুর্ঘটনাজনিত কারণেও দুর্যোগ সৃষ্টি হতে পারে।
১. বড় ধরণের অগ্নিকা
২. সড়ক, বিমান, নৌ দুর্ঘটনা
৩. কল-কারখানার রাসায়নিক দুর্ঘটনা বা বিষ্ফোরণ ইত্যাদি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এমন কিছু অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যাতে জনগোষ্ঠি দুর্যোগের হুমকি সম্পর্কে অবগত ও সচেতন হতে পারে। তাছাড়াও এমন কিছু প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত থাকে যাতে কোন সংঘটিত দুর্যোগের ফলে জনগোষ্ঠির পরিবেশ ও অবকাঠামোর সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়। বন্যা, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও কালবৈশাখী ঝড়-ই সাধারণত আমাদের জনপদে দুর্যোগের সৃষ্টি করে থাকে।

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় সাধারণতঃ এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর, বছরের এই দুই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানার আশংকা থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা যদি হঠাৎ বেড়ে যায় তবে সেখানকার বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠতে থাকে এবং সেখানে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তখন চারপাশের ঠান্ডা ও ভারি বাতাস প্রবলবেগে ঘূর্ণায়মানভাবে নিম্নচাপ কেন্দ্রে প্রবেশ করে। এই কেন্দ্রমুখী ও উর্ধগামী প্রবল বায়ু প্রবাহকেই ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন বলে।

- ঘূর্ণিঝড় সাধারণতঃ ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে উপকূল অতিক্রম করে।
- প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় ২৬০ কি:মি: বা তারও বেশী হতে পারে।
- একটি ঘূর্ণিঝড়ের পরিধি ৮০০ কি:মি: পর্যন্ড় হতে পারে।
- ঘুর্ণিঝড় কেন্দ্রে বাতাসের চাপ খুব কম থাকায় কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে সমুদ্রের পানি উপরের দিকে ফুলে ওঠে; একেই জলোচ্ছ্বাস বলে।

ঘুর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংকেত

সমুদ্রবন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত -

- ১ নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত ঃ সমুদ্রের কোন একটি অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়া বইছে এবং সেখানে ঝড় সৃষ্টি হতে পারে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৫০ কি:মি:।
- ২ নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সংকেত ঃ সমুদ্রে একটি ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৬১কি:মি:।
- ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত ঃ বন্দর দমকা হাওয়ার সম্মুখীন। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৬১ কি:মি:।
- ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত ঃ বন্দর ঝড়ের সম্মুখীন তবে বিপদের আশংকা এমন নয় যে, চরম নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৮৭ কি:মি:।
- ৫ নম্বর বিপদ সংকেত ঃঅল্প বা মাঝারি ধরণের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের দক্ষিণ দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় পূর্বদিকে দিয়ে এবং বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ১১৭ কি:মি:।
- ৬ নম্বর বিপদ সংকেত ঃ অল্প বা মাঝারি ধরণের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে। ঝড়টি বন্দরের উত্তর দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় পশ্চিম দিক দিয়ে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ১১৭ কি:মি:।
- ৭ নম্বর বিপদ সংকেত ঃ অল্প বা মাঝারি ধরণের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে। ঝড়টি বন্দরের নিকট অথবা উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ১১৭ কি:মি:।
- ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঃ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের দক্ষিণ দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় পশ্চিম দিকে দিয়ে। বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১১৮ কি:মি: থেকে ২৫০ কি:মি: পর্যন্ড় বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঃ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে। ঝড়টি বন্দরের উত্তর দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় পশ্চিম দিকে দিয়ে। বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১১৮ কি:মি: থেকে ২৫০ কি:মি: পর্যন্ড় বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঃ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঘূর্ণিঝড়টি বন্দরের নিকট অথবা উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১১৮ কি:মি: থেকে ২৫০ কি:মি: পর্যন্ড় বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ১১ নম্বর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংকেত ঃ ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সংগে সমস্ড় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এই অবস্থায় স্থানীয় কর্মকর্তাদের মনে করতে হবে যে, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে যাচ্ছে।

নদীবন্দরসমূহের জন্য নিম্নবর্ণিত ৪ (চার) প্রকারের সঙ্কেত প্রদান করা হয়ঃ

- সতর্কতা সংকেত - ১ ঃ এলাকার উপর দিয়ে অস্থায়ী দমকা হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- সতর্কতা সংকেত - ২ ঃ এলাকার উপর ঝড় আঘাত হানতে পারে। ৬৫ ফুট ও তার কম লম্বা নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে।
- সতর্কতা সংকেত - ৩ ঃ এলাকায় ঝড় আঘাত হানবে। সকল নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে।
- সতর্কতা সংকেত - ৪ ঃ শীঘ্রই প্রচন্ড ঝড় আঘাত হানবে। সকল নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে।

দুর্যোগকালীন মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

স্বাভাবিক দায়িত্ব নির্বাহ ছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিম্নলিখিত কার্যসমূহ সম্পাদন করবেন ঃ

স্বাভাবিক সময়ে ঃ

(ক) প্রতিবৎসর ঘূর্ণিঝড়/ বন্যা মৌসুম শুর" হওয়ার পূর্বেই ঘূর্ণিঝড় / বন্যাপ্রবণ এলাকার মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলার, ফিশিং গিয়ার, মাছ ধরার কারিগরি যন্ত্রপাতি, পুকুরে মজুদকৃত মাছ, মাছের পোনা এবং মাছের খামারসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষক এবং মৎস্যচাষিদের সজাগ করবেন।

(খ) অধীনস্থ অফিসমূহ, মৎস্যচাষি এবং মৎস্যজীবী প্রতিনিধি প্রভৃতির সহিত অধিদপ্তরের গৃহীত নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করবেন।

(গ) দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলারসমূহ এবং ফিসিং গিয়ারসমূহ, অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার সাথে রাখার জন্য স্থায়ীভাবে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করবেন।

(ঘ) ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে প্রতিটি ট্রলারের ওয়্যারলেস ও রেডিও সেট থাকার বিষয় নিশ্চিত করবেন।

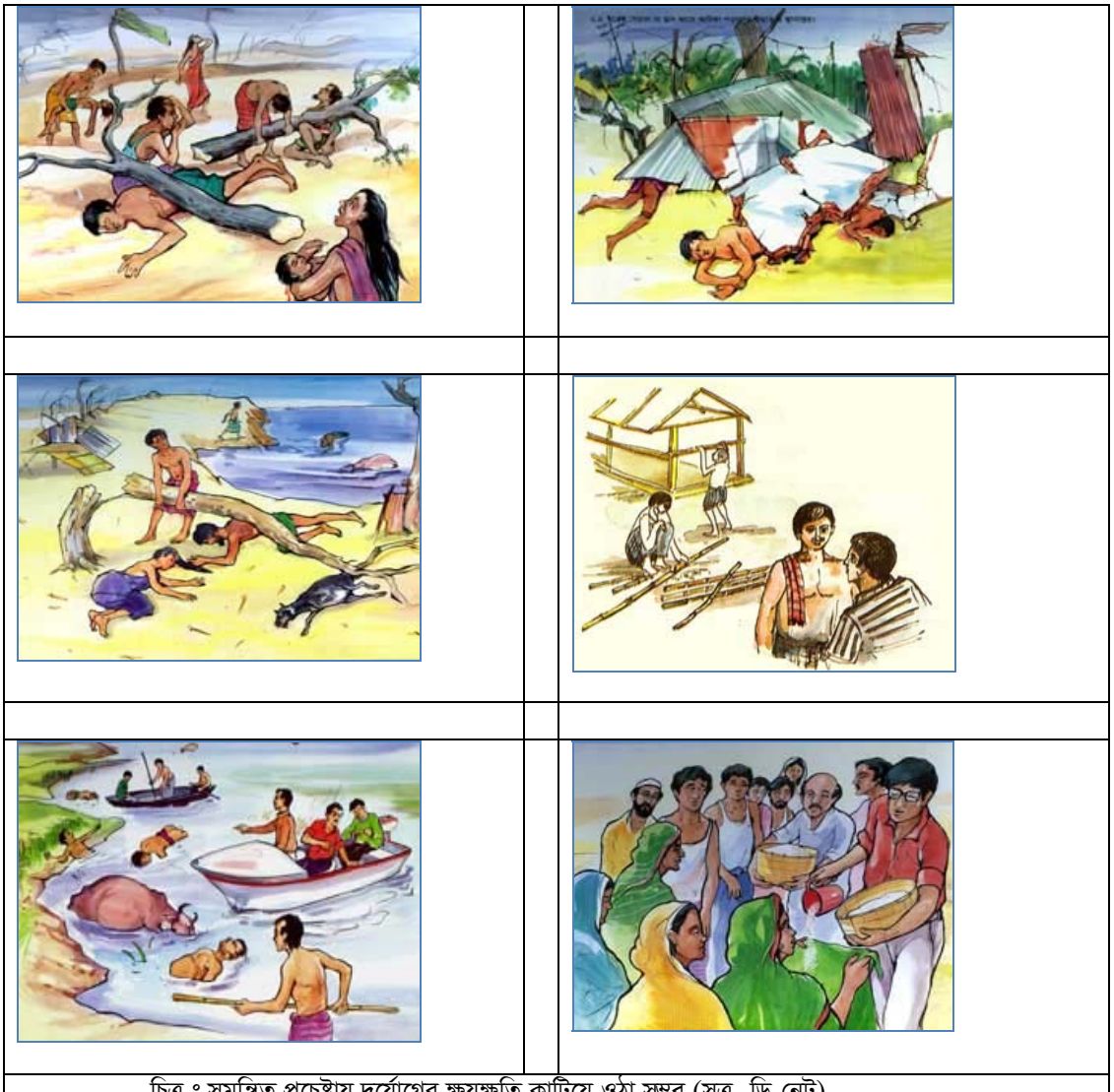

চিত্র ঃ সমন্বিত প্রচেষ্টায় দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব (সূত্র- ডি-নেট)

(ঙ) উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য শিকাররত নৌকাসমূহ/ট্রলারসমূহে রেডিও রিসিভিং সেট ও ট্রলার/ নৌকায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য লাইফ জ্যাকেট রাখা নিশ্চিত করবেন।

(চ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য বিষয়ক সম্পদসমূহের নবায়নকৃত তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করবেন।

(ছ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের মৎস্যজীবী জনসংখ্যা, মৎস্যচাষি ও মৎস্যচাষ ক্ষেত্রসমূহের জরিপ ও উপাত্ত সংরক্ষণ করবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর পর তাহা হাল- নাগাদ করবেন।

(জ) সংশি□ষ্ট এলাকার মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলারসমূহ এবং সমুদ্রগামী জাহাজসমূহের মালিক/ চালকের ঠিকানাসহ তালিকা সংরক্ষণ করবেন।

(ঝ) সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসজনিত আঘাতের কারণে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধের নিমিত্ত সংশি□ষ্ট এলাকার বাঁধ ও স্□ইসগেটসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(ঞ) স্□ইস গেটসমূহের যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।

(ট) প্রয়োজনের সময় সিপিপি -এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পুকুরসমূহ থেকে লবণাক্ত পানি বের করে দেয়ার কাজে শক্তিচালিত নলকূপের লভ্যতা সম্পর্কে স্থানীয় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন -এর কর্মকর্তাগণের সাথে সমন্বয় করবেন।

(ঠ) ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা, প্রস্তুতি ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

দুযোর্গ পর্যায়ে ঃ

(ক) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ রিকুইজিশন করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করবে (ঘূর্ণিঝড় / দুর্যোগকালীন)।

(খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করবেন এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যোগযোগ কর্মকর্তা প্রেরণ করবেন।

পুনর্বাসন পর্যায়ে ঃ

(ক) সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন মৎস্য সম্পদ খাতে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য অবিলম্বে জরিপকার্যের ব্যবস্থা এবং এ খাতের জন্য অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে ও তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন।

(খ) স্থানীয় প্রশাসন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়পূর্বক, সম্ভব হলে সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শক্তিচালিত পাম্প আমদানি করার বিষয়ে প্রশাসনিক সহায়তা করবেন।

(গ) মৎস্য উন্নয়ন খাতে অবিলম্বে দীর্ঘমেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন নিশ্চিত করবে এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(ঘ) ক্ষতিগ্রস্ড় পুকুর/ মৎস্যচাষিদের পুনর্বাসনের জন্য অনুপ্রাণিত ও সহায়তা করবেন।

(ঙ) স্থানীয় প্রশাসনকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

(চ) মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করবেন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৪ সময় ঃ ১১:০৫ -১২:০৫ মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকা

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের জেন্ডার বিষয়ক ধারণা এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- অংশগ্রহণকারীগণ জেন্ডার বিষয়ক ধারণা পাবেন
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগতম • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• জেন্ডার বিষয়ক ধারণা • সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর মুক্ত চিন্ড়র ঝড়	
সারসংক্ষেপ			৫ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • উদ্দেশ যাচাই • হ্যান্ডআউট বিতরন • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ,অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ফ্লিপ চার্ট ইত্যাদি।			

হ্যান্ডআউট

দিনঃ ০৪ অধিবেশনঃ ০৩

বিষয়ঃ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ কর্মকাে মহিলাদের ভূমিকা।

ভূমিকা

বাংলাদেশে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলের নারীদের মৎস্য আহরণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীর নারীদের অবস্থান জানা প্রয়োজন। সে হিসেবে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের নারীদের অবস্থান কি হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। নারীরা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, মোট শ্রমশিক্তির শতকরা ৪৮ভাগ এবং জাতীয় আয়ে নারীর অবদান শতকরা ৩০ ভাগ। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের দুই-তৃতীয়াংশ সম্পাদন করে এবং পুর ষের চেয়ে প্রায় ১৫গুণ সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করে। কিন্তু মোট সম্পদের শতকরা মাত্র এক ভাগের মালিক হলো নারীরা এবং মোট আয়ের ১০ভাগের এক ভাগ লাভ করে নারীরা। গোটা দুনিয়ার চরম দারিদ্রর মধ্যে বসবাসকারী ১৫৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৭০ ভাগই হলো নারী। যেহেতু সাংসারিক কাজকে উৎপাদনমূলক বা অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে গণ্য করা হয় না-তাই প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীর এই দৃশ্যমান অবদান স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায়। সমাজে ক্ষমতার ক্ষেত্রে সমান সুযোগপ্রাপ্তি থেকে নারীরা বঞ্চিত হওয়ার মূল কারণ হলো জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাজন। সেজন্য সমগ্র মানব জাতির স্বার্থেই সমতার ভিত্তিতে উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করাটা জর রি। আর এর অর্থ হলো জেন্ডার সচেতন হয়ে উঠা এবং সেজন্যই জেন্ডার আজ একটি গুর ত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইস্যু হয়ে উঠেছে।

সেক্স (লিঙ্গ) হচ্ছে নারী পুর ষের জৈবিক বৈশিষ্ট যা দ্বারা একজন নারী ও একজন পুর ষকে আলাদা করা যায় এবং সাধারণতঃ পরিবর্তন করা যায় না। পক্ষান্তরে জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুর ষের মধ্যেকার সামাজিক পার্থক্য, যা একেক সংস্কৃতিতে একেক রকম এবং সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল।

জেন্ডার ও সেক্সের মধ্যে পার্থক্য ঃ

সেক্স	জেন্ডার
নারী পুর ষের মধ্যকার শারীরিক/প্রাকৃতিক/জৈবিক পার্থক্য	নারী পুর ষের মধ্যকার সামাজিক পার্থক্য
সার্বজনীন	এক এক সংস্কৃতিতে এক এক রকম
সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয়	সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল
প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত	সামাজিকভাবে অর্জিত

জেন্ডার ভূমিকাঃ

যে কোন সমাজকে এগিয়ে নিতে সমাজের সকল সদস্যের কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করতে ও অবদান রাখতে হয়। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সাধারণতঃ সমাজসৃষ্ট নিয়মনীতির মাধ্যমে এক এক জনের উপর অর্পণ করা হয়। দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্য কিছু ভূমিকা পালন ও কাজ করে থাকে যা সামাজিক ভাবে নির্ধারিত। সমাজের ধরণ ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে কাজ ও শ্রম বিভাজিত হয়ে থাকে যাকে জেন্ডার শ্রম বিভাজন বলা হয়। বর্তমানে প্রচলিত জেন্ডার শ্রম বিভাজনের ফলে প্রত্যেক সমাজে নারী ও পুর য় তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে সকল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কার্য সম্পাদন করে তাকে এক কথায় জেন্ডার ভূমিকা বলা হয়। জে ার ভূমিকা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন অনেক সমাজে নারীরা মূলতঃ কৃষি কাজ করে। জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তনশীল। জেন্ডার ভূমিকা তিন ধরণেরঃ

০১. পুনঃ উৎপাদনমূলক ভূমিকাঃ

সন্ড়ান জন্মদান ও লালনপালন এবং গৃহস্থালির কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করা হয় তাকেই বলে পুনঃ উৎপাদন মূলক ভূমিকা। এই ভূমিকা সাধারণতঃ নারীরাই পালন করে থাকে। সাধারণতঃ এই ভূমিকার কোন পারিশ্রমিক বা বিনিময় মূল্য নেই বিধায় এখন ও সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পায়নি।

০২. উৎপাদনমূলক ভূমিকা ঃ

অর্থ উপার্জনকারী কাজ বা যে সকল কাজের বিনিময়মূল্য রয়েছে তা উৎপাদনমূলক ভূমিকার অন্তর্গত। যেমন- চাকুরি, দিন মুজুরি, কৃষিকাজ। অধিকাংশ সমাজে পুর"ষেরাই এই ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু নারীর অনেক কাজই যা সরাসরি অর্থ উপার্জনের সাথে যুক্ত কিংবা সহায়ক হলেও শুধুমাত্র নারী করেছে বলেই তা কোন উৎপাদনমূলক ভূমিকার অন"ড়ালে হারিয়ে যায়।

উৎপাদনমূলক ভূমিকার ব্যখ্যা দিতে গিয়ে একটি বিষয় অত্যন্ত গুর"ত্বসহকারে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন যে, পরিস্থিতি এবং উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে একই কাজ কখনো উৎপাদনমূলক ভূমিকা আবার কখনো কখনো পুনঃউপাদনমূলক ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ দু'য়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। যেমন- পরিবারের অসুস্থদের সেবা পুণঃউৎপাদনমূলক ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত হলেও যখন তা অর্থের বিনিময়ে হাসপতাল বা ক্লিনিকে করা হয় তখন তা উৎপাদনমূলক হিসেবে গণ্য হবে।

০৩. সামাজিক ভূমিকাঃ

যেসব কাজ কোন বিনিময় মূল্য, অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয় তা হলো সামাজিক ভূমিকা। এ ভূমিকা মূলতঃ দু'ধরণেরঃ

(ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনাঃ

অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা সমাজের মানুষের কল্যাণে যে সকল কাজ করা হয় তা হলো সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা। যেমন- গ্রামের সকলে বা কয়েকজনে পুরাতন সাঁকো বা রাস্তা মেরামত, বাঁধ নির্মাণ, বিবাহ, মৃতদেহ সৎকার ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে সাহায্য সহযোগিতা করা।

(খ) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকাঃ

অর্থ ও পারিশ্রমিক ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা সমাজের মানুষের কল্যাণার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করা হয় তা হলো সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা।

জেন্ডার চাহিদাঃ

সাধারণতঃ চাহিদা বলতে আমরা মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের প্রয়োজনীয়তাকে বুঝি এসকল চাহিদা সাধারণতঃ স্বাভাবিক চাহিদা বা মৌলিক চাহিদা বলে চিহ্নিত। সাধারণ চাহিদা ও জেন্ডার চাহিদার মধ্যে সুনির্দষ্ট পার্থক্য রয়েছে। জেন্ডার চাহিদা কেবলমাত্র নারীদের। দেশকাল পাত্র ভেদে অবস্থানগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও বিশ্বব্যাপী এখনও পুর"ষের তুলনায় নারীরা অনেক অধঃস্থন বা হীন অবস্থানের কারণেই জেন্ডার চাহিদা কেবলমাত্র নারীদের। নারীর জেন্ডার চাহিদা শুধু মাত্র দু'টি কারণেই উদ্ভুত হয়। প্রথমতঃ সমাজের প্রচলিত জেন্ডার শ্রমবিভাগ এবং এর ফলে নারীকে তিন ভূমিকা (উৎপাদনমূলক, পুনঃউৎপাদন মূলক, সামাজিক ব্যবস্থাপনামূলক) পালন করতে এদের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সুযোগ, অধিকার, মর্যাদা, ক্ষমতা, সিদ্ধান"ড় গ্রহণ ও পছন্দের ক্ষেত্রে নারী-পুর"ষের মধ্যে বিদ্যমান অসমতা। এই দুই বৈষম্যমূলক বাস্তবতা থেকেই জেন্ডার উদ্ভব। জেন্ডার চাহিদা দুই ধরণের, (১) বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা (২) কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা।

(১) বাস"বমুখী জেন্ডার চাহিদাঃ

নারীর প্রাত্যহিক জীবন যাপন ও তার কাজকর্ম সম্পাদনের বাস্তব সমস্যা থেকে উদ্ভুত হয় বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা। একজন নারী (সকাল থেকে রাত পর্যন্ত) তার দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে গিয়ে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন বাস্তবমূখী জেন্ডার চাহিদা তার সাথে সংশি□ষ্ট। যেমন-নারী দুর থেকে খাবার পানি সংগ্রহের কষ্ট দুর করতে বাড়ীতে টিউবয়েল বা পাকা কুয়া স্থাপন, উন্নত চুলি□ সরবরাহের মাধ্যমে জ্বালানী ও শ্রমের সাশ্রয় করা, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, নারীকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে স্বাক্ষরতা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান। নারীকে আয় উপর্জনের কাজে জড়িত করে সংসারের অভাব কিছুটা দুর করা ইত্যাদি হলো বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পুরণের নমুনা।

(২) কৌশলগত জেন্ডার চাহিদাঃ

সমাজে পুর"ষের তুলনায় নারীর অধঃস্তন অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন থেকে নারীর কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার উদ্ভব। পুর"ষের তুলনায় নারীর অধঃস্তন অবস্থার বিশে□ষণ এবং তা মোকাবেলা করার জন্য কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা চিহ্নিত করা হয় এবং এই চাহিদা প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তনে সচেষ্ট। নারীর এই জেন্ডার চাহিদা সমাজে পুর"ষের তুলনায় নারীর হীন অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে। মোট কথা ক্ষমতা, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী পুর"ষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা বা বৈষম্য দুর করার লক্ষ্যে যে চাহিদার উদ্ভব হয় সেটা হলো কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা।

বাস্ড়বমুখী ও কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার মধ্যে পার্থক্য ঃ

বাস্ড়বমুখী জেন্ডার চাহিদা	কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা
বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকা পালনে সহায়তা করে অর্থাৎ জীবন যাপন মান উন্নত করে, দৈনন্দিন কাজের বোঝা লাঘব করে।	বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তন করে। নারীর মর্যাদা, অধিকার, নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা, পছন্দ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে।
ভিন্ন নারীর জন্য ভিন্ন রকম।	সকল নারীর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ একই রকম
তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয়, স্বল্প মেয়াদী ও অবিলম্বে পূরণীয়।	দীর্ঘ মেয়াদী, অবিলম্বে পূরণযোগ্য নয় বা পূরণ করা দূর"হ।
দৈনন্দিন চাহিদার সাথে সম্পর্কিত। যেমন-খাদ্য,পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জ্বালনী, পানীয় জল ইত্যাদি।	প্রতিকূল অবস্থা বা অধঃস্তান অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। যেমন- নারীর মর্যাদা, অধিকার, ক্ষমতা ইত্যাদি।
নারীর পক্ষে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব।	সাধারণতঃ নারী সহজে চিহ্নিত করতে পারে না।
নারীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।	নারীর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়।

বাংলাদেশে মৎস্যবিষয়ক কর্মকা"ে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ

বাংলাদেশে মহিলাদের মাছ চাষে অংশগ্রহণ বলতে বুঝায় মহিলাদের অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে ছোট ছোট পুকুর ও ধান ক্ষেতে মাছ চাষ করাকে বুঝায়। যদিও মাছের আমিষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণে একমাত্র উপায়। যদিও অতি আহরণ ও আবাসস্থল ধ্বংস করে মাছ আহরণ করা হচ্ছে। তবে মাছচাষে নারীর অংশ গ্রহণ তেমনটি নাই। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের মহিলাদের সামাজিক অবস্থান। সামাজিক ও সংস্কৃতিগতভাবেই মহিলারা বৃহৎ আকারের অর্থনৈতিক কর্মকা"ে কম অংশগ্রহণ করে থাকে। গ্রামীণ মহিলারা গৃহস্থলির যে সকল কর্মকা"ে অংশগ্রহণ করে তাতে অর্থনৈতিক কর্মকা"কে খুব একটা অবদান হিসাবে গণ্য করা হয় না। যেমন- বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজির চাষ, ক্ষেত তদারকি ও হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি।

বাংলাদেশে মৎস্যজীবী /উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের মহিলারা নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করে থাকেঃ

- মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থায় নারীর অংশ গ্রহণ ঃ বাংলাদেশের মহিলারা মৎস্য আহরণের সাথে সংশি□ষ্ট নয়। কিন্তু মহিলাদের সংশি□ষ্টতা ছাড়া মুক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। কারণ মহিলারা মাছ ধরার সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ও মৎস্য পণ্য সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকে।
- আমাদের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদেরকে বাইরে কর্মকা"ে সম্পৃক্ত করাকে তেমন সম্মতি দেয় না। কিন্তু নীতিনির্ধারক মহল ও নীতি বাস্ড়বায়নকারী সংস্থা তাঁদের নীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে পুর"ষ ও মহিলাকে সম্পৃক্ত করার নীতিমালা গ্রহণ করেছেন। ফলে জলমহাল ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হচ্ছে।
- মুসলিম মহিলাগণ প্রাকৃতিক মৎস্য আহরণে সম্পৃক্ত না থাকায় জলমহাল ব্যবস্থাপনায় কতিপয় এনজিও তাদের নীতিমালায় মহিলাদের অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ থাকায় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।
- উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের নারীদের কর্তৃক মাছ আহরণের পর পারিবারিক পর্যায়ে/বানিজ্যিকভাবে মাছ প্রক্রিয়াকরণ (শুঁটকি) কাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুর"ত্বপূর্ণ (উৎপাদনমূলক ভূমিকা)।
- উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় নারীরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছে (উৎপাদনমূলক ভূমিকা)।
- উপকূলীয় অঞ্চলের মহিলারা তাদের পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা নদী, মোহনা ও সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, যেমন-মাছ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারেও বিক্রি করে থাকে। তারা মাছ শুঁকানো, জাল মেরামত ও জ্বালানী সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি/ মাছের পোনা ধরেও সংসারের আয়বর্ধণ করে থাকে।

উপসংহারঃ

প্রকৃতপক্ষে উপকূলীয় অঞ্চলের মহিলা ও পুর"ষগণ জীবনের জন্য প্রচ" সংগ্রাম করে চলেছে। তাই সরকার ও এনজিও উপকূলীয় মহিলাদেরকে ইকোসিস্টেমের উপর কোনরূপ নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে সম্পদ সংগ্রহ করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করছে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৪ সময় ঃ ১২:১০ -১৩:১০ মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে করণীয় পদক্ষেপ

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগতম • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর মুক্ত চিন্ড়র ঝড়	
সারসংক্ষেপ			৫ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • হ্যান্ডআউট বিতরন • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ,অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।			

হ্যান্ড আউট

দিনঃ০৪ অধিবেশনঃ ০৪

বিষয়ঃ মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে করণীয় পদক্ষেপ

বর্তমানে বাংলাদেশ যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানের মাধ্যমে প্রায় ০৫(পাঁচ) লক্ষ জেলে/মৎস্যজীবী বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে সরাসরি নিয়োজিত রয়েছে। এই মৎস্যজীবীদের সিংহভাগই অশিক্ষিত ও দরিদ্র। উপকূলীয় মৎস্যজীবী ও বংশানুক্রমিকভাবে জেলে সম্প্রদায়ের কোন ভূমি বা সহায়ক জামানত না থাকায় তারা ব্যাংক থেকে কোন অর্থ ঋণ নিতে পারে না। এদের নেই তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা/প্রশিক্ষণ অথবা কারিগরী জ্ঞান। এদের জীবিকারও নেই কোন নিশ্চয়তা। এরা একদিকে যেমন আর্থিকভাবে দুর্বল তেমনি সামাজিকভাবেও নেই কোন মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থান। উপরন্তু এই দরিদ্র মৎস্যজীবীগণ সংগঠিত নয়।এদের পেশাগত সমস্যাবলী সমাধানকল্পে নেই কোন দায়িত্বশীল সংগঠন/সমিতি।এদেরকে প্রায়শই ক্ষতিকর জাল-সরঞ্জামাদির সাহায্যে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখা যায়। সচেতনতার অভাব ও দারিদ্রই এর প্রধান কারণ।

মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিত করণার্থে গৃহীত পদক্ষেপঃ

বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিত করণার্থে সরকার বিভিন্ন সময়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে উলে□খযোগ্য হলো-নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমাল প্রণয়ন ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন। এসব প্রকল্পের মধ্যে ৪র্থ মৎস্য প্রকল্প, আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প, Lakes Small-Scale Fishermen Project, যেসব বিদেশি সংস্থা মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে সেসবের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ফিস সেন্টার মাচ (MACH) প্রকল্প ও ডানিডা Oxbow Lakes Small-Scale Fishermen Project (OLSFP) এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের ওপর বিভিন্ন জরিপ চালিয়েছে। বাংলাদেশের বাঁওড় অঞ্চলের প্রায় ১১,৫০০ খানা, যাদের জমির পরিমাণ ২.৫০ একর তাদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, ৩২০০ জন কার্প জাতীয় মাছ চাষে জড়িত ও ১৫০০ জন বিভিন্ন প্রকার মাছ ব্যবসায় জড়িত। আবার ৬৮০০ জন সার্বক্ষণিক মৎস্য আহরণের সাথে ও ৪২০ জন খন্ডকালীন মৎস্য আহরণের সাথে জড়িত। এর মধ্যে ৫০০ খানা মহিলা প্রধান পরিবার। এই Oxbow Lakes প্রকল্প ১৯৯১-১৯৯৭ সময়ে জলমহালে জেলেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছে।

কক্সবাজার জেলায় উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও জীবিকায়নের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ড় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক এক পাইলট প্রকল্প সাফল্যের সাথে পরিচালিত হয়েছে। গ্রামপর্যায়ে দলভিত্তিক আর্থিক সহায়তা(অনূদান/ঋণ) প্রদানের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং পরিবেশসহ মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা গেছে।

মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থাঃ

মৎস্যজীবীগণ ভূমিহীনদের একটা বড় অংশ। সাধারণতঃ আদি মৎস্যজীবীগণ হলো সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত। বর্তমানে মৎস্যজীবীরা তাদের পুরাতন পেশার পাশাপাশি আয় বৃদ্ধির জন্য অন্য কাজে শ্রম দিচ্ছে। Oxbow Lakes Small-Scale Fishermen Project (OLSFP) প্রকল্প-এর উদ্দেশ্য ছিল জলাশয়ের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের ক্ষমতায়ন। এ প্রকল্প থেকে মৎস্যজীবীগণ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট থেকে জলাশয় ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করতে পেরেছে। প্রকল্প বাস্ড়বায়ন শেষে জেলেদের আয় ২০-৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। জলমহালের উৎপাদন বেড়েছে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি। মহিলাদের আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক জলাশয়গুলো চাষের আওতায় এসেছে।

মৎস্যজীবীদের সম্পৃক্ত করে জলাশয় ব্যবস্থাপনার বাঁধাসমূহ (Threats)ঃ

- মুক্ত জলাশয়গুলো হাজামাজা ধরণের হওয়ায় সংস্কার করে উন্নয়ন করার মত সামর্থ জেলে সম্প্রদায়ের থাকে না। তাছাড়া দরিদ্র শ্রেণীর লোক হওয়ায় অফিস থেকে লীজ গ্রহণ ও অফিসে যাতায়াত ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সকল মৎস্যজীবী তাদের দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ।

- মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় তারা জলমহাল ব্যবস্থাপনায় কম পুঁজি বিনিয়োগ করে। এতে মৎস্য উৎপাদন কম হওয়ার ঝুঁকি থাকায় এসব জলাশয় ব্যবস্থাপনায় সমাজের বিত্তবানদের প্রবেশের রাস্তা খুলে যায়।
- জলমহালের মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ের হলেও মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় জলমহালের উন্নয়নমূলক ও ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্ব পালন করে থাকে। নীতিনির্ধারণের মত দায়িত্ব পালন করা সম্ভব না হলে জেলেদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন করা সম্ভব হয় না।
- প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (১৯৯১-১৯৯৭) প্রকল্পের স্বার্থে প্রকল্পের সুফলভোগীদের দ্বারা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় অন্যান্য সুবিধাভোগীদেরকে আয়ের অংশ না দেওয়ায় জেলেদের উন্নতি পরবর্তীতে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে।
- এ প্রকল্প চলাকরীন সময়ে মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলারা বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি বাগান করে আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে কিন্তু প্রকল্প শেষ হলে অনেক সময় এর ধারাবাহিকতা থাকে না।
- প্রকল্প চলাকালে সরকারি সহযোগিতা থাকায় জেলেদের ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয় কিন্তু প্রকল্পের পর জেলেদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও তাদের স্থানীয় নেতার হস্তক্ষেপের বাইরে চলা জেলেদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না বিধায় জেলেদের পূর্ব অবস্থানে ফিরে যাওয়া সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় -যা নেতিবাচক।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, যে সকল এলাকায় মৎস্য অধিদপ্তর বা দাতা সংস্থা জলমহাল ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেলেদের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে সে সকল স্থানে কিছুটা হলেও জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ঘটেছে। অন্যদিকে দেখা যায় বাংলাদেশের হাওর, বাঁওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র মৎস্যজীবীদের শোষণ করে সমাজের এক শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগী ও এলিট শ্রেণির লোকজন আরও বিত্তশালী হয়েছে। রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে এলিট শ্রেণীরও পরিবর্তন ঘটে। জেলে সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও জলমহালসহ সব উন্মুক্ত জলাশয় ও উপকূলীয় এলাকায় মৎস্যজীবীদের ক্ষমতায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশি□ষ্ট সবাইকে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন।

সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহঃ

উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দূর্যোগ বেশী। দূর্গম হওয়ায় চলাচল ব্যবস্থা নাজুক। ঋণ সুবিধাদি প্রাপ্তির বিষয়টিও 'কোলেটারাল' বা সহায়ক জামানত সংক্রান্ড় সমস্যার কারণে হতাশাব্যঞ্জক। এই হতদরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিচে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

০১। মৎস্যজীবীদের মৎস্য আহরণ/চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারীভাবে প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

০২। মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করে সমিতির আওতায় আনতে হবে। সরকারী বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক মৎস্যজীবীদের সমিতি রেজিষ্ট্রেশন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৩। প্রত্যেক মৎস্যজীবীকে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর সহ পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৪। সাধারনতঃ জুন-জুলাই-আগষ্ট মাসে আবহাওয়া প্রতিকূলে থাকায় সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ থাকে। এ সময় জেলেরা বেকার বসে থাকে। উক্ত সময়ে যাতে তারা বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে এনজিওদের মাধ্যমে জেলেদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

০৫। জেলেদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পুষ্টি বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

০৬। জেলেদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সঠিক এনজিওর মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠিত করা যেতে পারে।

০৭। মৎস্যজীবীদের সন্ড়ানদেরকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগদানের জন্য উপকুলীয় এলাকায় পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

০৮। সমুদ্রে জেলেদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নৌবাহিনী ও কোষ্টগার্ডের টহল জোরদার করতে হবে। দুর্ঘটনার পতিত জেলেদের উদ্ধারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক উদ্ধারকারী জাহাজ মোতায়েন করতে হবে।

০৯। প্রত্যেক মৎস্যজীবীকে বীমা ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। বাংলাদেশে মৎস্যজীবীদের জন্য কোন বীমার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে।

১০। চিংড়ি চাষযোগ্য সরকারী খাস জমি মৎস্যজীবী সংগঠনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী লীজ দেওয়া যেতে পারে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৪ সময় ঃ ১৪:১০ -১৫:১০ মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয়

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে বলতে পারবেন

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগতম • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর মুক্ত চিন্ড়র ঝড়	
সারসংক্ষেপ			৫ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • হ্যান্ডআউট বিতরন • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ ল্যাপটপ,অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।			

হ্যান্ড-আউট

দিন- ০৪ **অধিবেশন- ০৫**

বিষয়ঃ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয়

ভূমিকা

বাংলাদেশ নদীমার্তৃক দেশ। খাল-বিল, ডোবা-পুকুর, নদী-নালা, জলাভূমি সমৃদ্ধ এই দেশের দক্ষিণ অংশ পুরোটাই বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। মিঠাপানির প্রবাহ মোহনায় এসে সাগরের লোনা পানিতে মিশে-বয়ে আনে উর্বরা পলিমাটি । ফলে উপকূলীয় অঞ্চল হয়ে উঠে নানা জাতের মাছের চমৎকার এক লালন ও প্রতিপালন ক্ষেত্র । উপকূলে গড়ে উঠে নানান রকমের প্যারাবনের বিস্তৃতি - যেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বেড়ে উঠে চিংড়ি, কাঁকড়া সহ বিভিন্ন রকমের মাছের পোনা। আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে আমিষ বা প্রোটিনের অধিকাংশই পাই মাছ হতে।

সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য :

পৃথিবীতে নানান জাতের, নানান গুণের, নানান আকৃতির মাছ. গাছ ও অন্যান্য প্রাণীকূলের যে বিস্তৃতি বা যে বৈচিত্র্যময় জীবন তাকে এক নামে বুঝাতে গিয়ে বলা হয় জীববৈচিত্র্য। আর তা যখন বিভিন্ন জাতের মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক-ঝিনুক বা এ জাতীয় জলজ প্রাণীকূলকে বুঝানোর জন্য বলা হয় তখন বলা হয় মৎস্য জীববৈচিত্র্য। আমাদের দেশে মিঠা পানিতে ও লোনা পানিতে শত শত প্রজাতির মাছ রয়েছে । বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদজগতের হাজার হাজার বৈচিত্র্যময় প্রাণের সমাহার রয়েছে যাদের মধ্যেও বিলুপ্তপ্রায় ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতিও রয়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় বৈশ্বিকভাবে বিলুপ্তপ্রায় ও ঝুঁকিপূর্ণ ৪(চার) প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ ও ৬ (ছয়) প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। আই ইউ সি এন বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতিসমূহের গবেষণালব্ধ তালিকা বের করেছে যা প্রায়ই হালনাগাদ করা হয়।

মৎস্য জীববৈচিত্র্যের বিবরণ :

আমাদের দেশে মিঠাপানিতে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মাছ ও ২৪ প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে । সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৪৭৫টি ও চিংড়ি প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৩৬ টি-তন্মধ্যে ৬৫ প্রজাতির মাছ এবং ৮ প্রজাতির চিংড়ি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া প্রায় ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া ও প্রায় ৪০০ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক রয়েছে । দেশীয় প্রজাতির বাইরে বিদেশ থেকে আনা ১২ (বার) প্রজাতির মাছ বাংলাদেশের মিঠা পানিতে ও উপকূলীয় অঞ্চলে চাষ করা হয় । তন্মধ্যে উন্নত জাতের তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, সিলভার কার্প, সরপুঁটি, কারপিউ ইত্যাদি উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়ে থাকে। কয়েক বছর ধরেই 'পিরান্হা' নামের একটি হিংস্র প্রজাতির মাছ কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন খামারে চাষ করা হচ্ছে যদিও শূরুতে এ মাছটিকে 'এ্যাকুয়ারিয়াম মাছ' হিসেবেই এদেশে আনা হয়েছিল। 'পিরান্হা' মাছ চাষ বর্তমানে সরকারীভাবে নিষিদ্ধ।

কক্সবাজার অঞ্চলে কিছু কিছু বিশেষ ধরণের মৎস্য জাতীয় প্রজাতি রয়েছে যেগুলো দেশের আর কোথাও নেই বা থাকলেও খুবই কম পরিমাণে রয়েছে। যেমন-প্রবাল, কড়ি, কস্তুরা, করতাল, রাজ-কাঁকড়া, লাল কাঁকড়া, লবস্টার, সাগর শসা, বোলমাছ ইত্যাদি। 'জীবন্ড় ফসিল' নামে পরিচিত রাজ-কাঁকড়া হাজার হাজার বছর ধরে শারীরিক কোন বিবর্তন ছাড়াই পৃথিবীতে টিকে আছে। লাল কাঁকড়ার আধিক্য সোনাদিয়া, হিমছড়ি ও সেন্টমার্টিন্স দ্বীপে পর্যটকদের কাছে বড় আকর্ষণ।

বাংলদেশে প্রায় ৫৪ প্রজাতির মাছ ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঘোড়া মাছ, কুমিরের খিল, বিষতারা মাছ, মেনিমাছ, পাবদা মাছ, বাঘাইর মাছ, এক থুইটা, গাংমাগুর ইত্যাদি। তিমি-হাঙ্গর নিরীহ প্রাণি কিন্তু নির্বিচারে ধরার ফলে এটি সারা পৃথিবীতে বিপন্ন প্রাণি হিসেবে চিহ্নিত। এটি মাঝে মধ্যে কক্সবাজার সমুদ্র অঞ্চলে বিভিন্ন জালে ধরা পড়ে মারা যাচ্ছে।

মিঠাপানির মৎস্য প্রজাতিসমূহের জীবনচক্র বা জীবনযাপন লোনাপানির মৎস্য প্রজাতির জীবনচক্র বা জীবনযাপন থেকে আলাদা। সাগরের মাছ একদম মিঠাপানিতে বা মিঠাপানির মাছ লবণপানিতে বাঁচে না- ইলিশ বা বাইম জাতীয় কিছু ব্যতিক্রমধর্মী প্রজাতি ব্যতীত। তবে কিছু মিঠা পানির মাছ বা চিংড়ি এবং কিছু সামুদ্রিক মাছ বা চিংড়ির ডিম ফুটানোর জন্য অল্প লবণাক্ত পানির প্রয়োজন হয়। এই কারণে মোহনা অঞ্চলে মিঠাপানির মাছ ও সামুদ্রিক মাছের পোনা পাওয়া যায় এবং এখানে মৎস্য প্রজাতির সংখ্যাও যে কোন জলজ প্রতিবেশের তুলনায় বেশী ।

সামুদ্রিক মৎস্য জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার ও গুরুত্ব :

নানা ধরনের মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক-ঝিনুক, করতাল ইত্যাদিকে এক কথায় সামুদ্রিক মৎস্য বা ইংরেজিতে 'মেরিন ফিশারিজ' বলা হয়। হাজার প্রজাতির এসব সম্পদ আমাদের জীবন যাপন, সমাজ ও সভ্যতার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন মৎস্য প্রজাতি বিভিন্ন খাদ্য উপাদানে ভরপুর । কোন মাছে ফসফরাস বেশি থাকে, কোন মাছে ক্যালসিয়াম বেশি আবার কোন মাছে আয়োডিন বেশি পাওয়া যায়। এইগুলো খেলে শরীরের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের ঘাটতি পূরণ হয় । ঝিনুক ও করতাল থেকে মুক্তা পাওয়া যায়-যেগুলো অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয় । শামুক-ঝিনুকের মাংসও পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা চলে। এগুলি শুকিয়ে বা কাঁচা অবস্থায় মাছ বা চিংড়ি খামারে মাছের খাদ্য হিসেবে দেওয়া হয় । উপজাতীয়রা কস্তুরা ও চিলোন জাতীয় ঝিনুকের মাংস খেয়ে থাকে । শামুক- ঝিনুক-কস্তুরা সাগরের পানি পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

মৎস্য জীববৈচিত্র্যের অবনতির কারণসমূহ ঃ

- বাগদা চিংড়ি পোনা আহরণের ফলে অন্যান্য মৎস্য প্রজাতি ধ্বংস হচ্ছে-এতে প্রায় ২২৯ প্রজাতির মাছের ক্ষতি হচ্ছে। একটি বাগদা চিংড়ি পোনা ধরতে গিয়ে অন্যান্য প্রজাতির ১০০-২০০ টি পোনা নষ্ট হচ্ছে।
- মোহনায় পেতে রাখা বেহুন্দি জালে বছরে প্রায় ৭৫ হাজার টন মাছ ধরা পড়ে- যার অর্ধেকের বেশি পোনা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক।
- কোমজাল, বেড়জাল ও খুঁটিজাল দিয়ে উপকুলে যে মাছ ধরা হয় তার অধিকাংশ ছোট আকৃতির ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক।
- কারেন্টজাল ও অন্যান্য ছোট ফাঁসের ফাঁসজাল দিয়ে সাগর থেকে প্রচুর অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাছ ধরা হচ্ছে।
- নির্বিচারে সংগ্রহের ফলে ঘটিভাংগা ও শাহপরীর দ্বীপের করতাল ও করতালের প্রতিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
- অতিমাত্রায় প্রবাল পাথর সংগ্রহের ফলে সেন্টমার্টিন্স দ্বীপের জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখোমুখি।
- সাগর পাড় থেকে শামুক ঝিনুক আহরণের ফলে কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়া, ইনানী, শীলখালী, বদরমোকাম ও সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপের প্রতিবেশ সংকটাপন্ন । দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেও সংকটাপন্ন অবস্থা বিরাজ করছে।

মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা :

মৎস্যসম্পদ তথা মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি আইন ও বিধিবিধান রয়েছে। তবে জনগণকে সাথে নিয়ে জনগণের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ওপর সরকার গুরুত্ব দেয়। সে কারণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যা করতে হবে তা হলো:-

- প্রাকৃতিকভাবে বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণ বন্ধ করতে হবে। তা হলে বিপুল পরিমাণ মৎস্য প্রজাতি ও অন্যান্য ছোট ছোট পোকামাকড় রক্ষা পাবে। বাগদা চিংড়ি চাষ করার জন্য হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা ব্যবহার করতে হবে।
- বেহুন্দি জাল মোহনা থেকে সরিয়ে সাগরের পিততে হবে। এ জালের শেষ প্রান্তের ফাঁসের আকার সরকারী বিধি মোতাবেক বড় করতে হবে।
- কোমজাল, বেড়জাল, চরজাল ও খূঁটিজাল দিয়ে উপকূলে মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে।
- কারেন্টজাল ও অন্যান্য ছোট ফাঁসের ফাঁস জাল দিয়ে সাগরে মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে। সরকারের সামুদ্রিক মৎস্য আইন ১৯৮৩ অনুমোদিত সর্বনিম্ন আকারের ফাঁস বিশিষ্ট ভাসা জাল দিয়ে মাছ ধরতে হবে।
- সেন্টমার্টিন্স দ্বীপ হতে প্রবাল সংগ্রহ বন্ধ করতে হবে। সাগর পাড় হতে শামুক-ঝিনুক, করতাল ও কড়ি আহরণ বন্ধ করতে হবে।
- পরিবেশবান্ধব মৎস্য ও চিংড়ি চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে উপকূলীয় মাছ চাষ বাড়াতে হরে। দেশীয় প্রজাতির মাছকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- উপকূলীয় জনগণকে প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন সব বিকল্প আয়ের উৎস বের করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। এজন্যে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা প্রয়োজন ।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয়ঃ

- উপকূলীয় জনগণের কৃষিজ এবং উদ্যানতাত্বিক কর্মকাে বেশি করে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্যের ওপর অতিআহরণজনিত চাপ কমানো সম্ভব। এ জন্যে সংশি□ষ্ট এলাকার মাটির গুণাগুণ উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ এবং কৃষিজ ও সামাজিক বনায়ন সম্পর্কিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে ছোট মাছ/চিংড়ি পোনা নিধন বন্ধ করা, ক্ষতিকর উপকরণ ও কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধ করা এবং দুস্প্রাপ্য ও বিপন্ন প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণের জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। সমুদ্র সৈকত থেকে শামুক-ঝিনুক আহরণ বন্ধ করতে হবে।

- উপকূলীয় মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্যের জন্য লালনক্ষেত্র এবং বন্যপ্রাণীর বিচরণক্ষেত্র হিসেবে উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বা প্যারাবনের গুর"ত্ব অত্যাধিক। এ লক্ষ্যে সোনাদিয়া দ্বীপ এবং টেকনাফ-উখিয়া সংলগ্ন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট/প্যারাবন চিংড়ি চাষ/লবণ মাঠ অঞ্চলে রূপান্ড়রের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেও এ ধরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সেন্টমার্টিন-টেকনাফ-কক্সবাজার-সোনাদিয়াসহ দেশের সমুদ্র সৈকতে এবং উপকূলীয় পাহাড়ি বনাঞ্চলে সামুদ্রিক কাছিম, যাযাবর পাখি ও অন্যান্য বণ্যপ্রাণির প্রজনন ও বিচরণ এলাকা নিরাপদ রাখার জন্য প্রচলিত ব্যাপক-পর্যটন কার্যক্রম সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখা বিশেষ প্রয়োজন। পাখিশিকারিদের জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কাজের সূযোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে পাখিনিধন থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।
- সরকার ঘোষিত 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা'সমূহে(ECA) কোন প্রকার Exclusive Tourist Zone প্রতিষ্ঠা করা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য হুমকি স্বরূপ। এক্ষেত্রে প্রচলিত ট্যুরিজমের পরিবর্তে সমাজভিত্তিক পরিবেশ সহনীয় ট্যুরিজম অর্থাৎ ইকোট্যুরিজম-এর প্রচলনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, পর্যটকদের বিনোদন প্রদান এবং স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখা সম্ভব।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৪ সময় ঃ ১৫:১৫ -১৬:১৫ মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan)- ১ম পর্ব

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan) সম্পর্কে সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং সুপারিশমালা প্রণয়ন করা যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan) সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan) প্রণয়ন করবেন

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগতম • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়–সুপারিশমালা (Action Plan) সম্পর্কে আলোচনা • সুপারিশমালা (Action Plan) প্রণয়ন	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর মুক্ত চিন্ড়র ঝড়	
সারসংক্ষেপ			৫ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • সহায়ক সামগ্রী বিতরন • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ, অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।			

পঞ্চম দিন

- পুনরালোচনা, প্রতিভাব
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan)-২য় পর্ব
- কোর্স পুনরালোচনা
- কোর্স মূল্যায়ন
- প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন
- সমাপনী অনুষ্ঠান

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৫ সময় ঃ ০৯:০০ -০৯:৪৫ মেয়াদকাল ঃ ৪৫ মিনিট

শিরোনাম ঃ পুনরালোচনা, প্রতিভাব ও উপস্থাপন

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ অংশগ্রহণকারীদের পূর্ব দিনের কার্যক্রম পুনরালোচনা ও তার প্রতিভাব উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া যাতে তারা পূর্বের আলোচনা স্মরণ করতে পারেন এবং সংশোধন করে অধিবেশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- পূর্ব দিনের শিক্ষণ পুনরালোচনার মাধ্যমে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে ঐকমত্যে পোঁছাতে সক্ষম হবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			২ মিনিট
	• উদ্দীপক (Warm-up) কার্যক্রম • চলতি অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৪০ মিনিট
	• একজন প্রশিক্ষণার্থী দ্বারা পূর্ব দিনের কার্যক্রম পুনরালোচনা। • পূর্ব দিনের আলোচ্য বিষয়সমূহের উপর সকলের প্রতিভাব (প্রশ্ন-উত্তর)	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সারসংক্ষেপ			৩ মিনিট
	• পরবর্তী অধিবেশনে পাঠ্যক্রমের পুনরালোচনার সঙ্গে স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ,অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, হোয়াইট বোর্ড ইত্যাদি।			

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৫ সময় ঃ ০৯:৫০ -১০:৫০ মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan)-২য় পব)

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan) সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং সুপারিশমালা প্রণয়ন করা যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan) সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan) প্রণয়ন করবেন

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগতম • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যত করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan) সম্পর্কে আলোচনা • সুপারিশমালা (Action Plan) প্রণয়ন	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর মুক্ত চিন্ড়র ঝড়	
সারসংক্ষেপ			৫ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • উদ্দেশ যাচাই • সহায়ক সামগ্রী বিতরন • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ,অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রাদি, বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।			

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ ০৫ সময় ঃ ১১:০৫-১১:৪৫ মেয়াদকালঃ ৪০ মিনিট

শিরোনাম ঃ কোর্স পুনরালোচনা

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এই অধিবেশনে কোর্স সর্ম্পকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ড় আলোচনা করা হবে যাতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকোন সমস্যা বা জিজ্ঞাসা থাকলে সেটির সমাধান করা যায়।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- অংশগ্রহণকারীগণ কোর্স পুনোরালোচনা করবেন এবং তাদের সমস্যা বা জিজ্ঞাসা চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা ঃ	১. কোর্স পুনরালোচনার গুর"ত্ব।	বক্তৃতা	৫ মিনিট
বিষয়বস্তু ঃ	• সমস্ড় কোর্স থেকে গুর"ত্বপূর্ণ ৪০টি শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রশ্ন তৈরী কর"ন। প্রশ্নগুলো ছোট কার্ডে উত্তরসহ লিখে প্রতিভাগে ১০টি করে ৪ ভাগ করতে হবে। • সমস্ড় অংশগ্রহণকারীদের ৪ দলে ভাগ করে, ৪ জায়গায় বসার ব্যবস্থা করতে হবে। • বিভিন্ন কুইজ পদ্ধতিতে প্রশ্নগুলো ৪ দলকে করতে পারেন। • এতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি ও আনন্দদায়ক করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা যেতে পারে।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর কুইজ	২৫ মিনিট
সারসংক্ষেপ ঃ	• গুর"ত্বপূর্ণ সমস্যা আলোচনা। • প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলোআপ ও মূল্যায়নের সাথে সংযোগ সাধন।	প্রশ্নোত্তর	১০ মিনিট
সহায়ক সামগ্রী ঃ ল্যাপটপ,অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার ইত্যাদি			

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ ০৫ সময় ঃ ১১:৪৫-১২:১৫ মেয়াদকালঃ ৩০ মিনিট

শিরোনাম ঃ কোর্স মূল্যায়ন

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা কোর্সটি মূল্যায়ন করানো যাতে কোর্সের বিষয়বস্তুর উপযোগিতা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যাদির ওপর প্রশিক্ষক প্রতিভাব পেতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীগণ কোর্স মূল্যায়নের সহজ নির্ধারণী পদ্ধতি ব্যবহার করে কোর্স সংক্রান্ড় মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম হবে।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা ঃ	• কোর্স মূল্যায়নের গুরূত্ব সম্পর্কে আলোচনা	বক্তৃতা	৩ মিনিট
বিষয়বস্তু ঃ	• কোর্স মূল্যায়নপত্র বিবরণ • সময় উলে□খ করা • প্রশিক্ষণাথী দ্বারা কোর্স মূল্যায়নপত্র পূরণ করানো • মূল্যায়নপত্র সংগ্রহ করা • প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা যাচাইকরণ	বক্তৃতা	২২ মিনিট
সারসংক্ষেপ ঃ	• ধন্যবাদ জানানো • সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে অবগত করা।	প্রশ্নোত্তর	৫ মিনিট
সহায়ক সামগ্রী ঃ ল্যাপটপ,অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, মূল্যায়নপত্র ও ঘড়ি।			

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণ প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

মেয়াদকাল ঃ ০৫ দিন

কোর্স মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

(সঠিক স্থানে টিক (√) চিহ্ন দিন)

১. সামগ্রিকভাবে কোর্সটি কি আপনার জন্য উপযোগী ছিল ?
- হাঁ ☐
- মোটামুটি ☐
- না ☐

২. কোর্সের মেয়াদকাল কেমন ছিল ?
- খুব দীর্ঘ ☐
- সঠিক ☐
- খুব স্বল্প ☐

৩. কোর্স উপস্থাপনার গতি কেমন ছিল ?
- খুব দ্রুত ☐
- সঠিক ☐
- মন্থর ☐

৪. তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অধিবেশনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা কেমন ছিল ?
- খুব বেশি ব্যবহারিক ☐
- সঠিক ☐
- খুব বেশি তাত্ত্বিক ☐

৫. প্রশিক্ষক সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন ছিল ?
- খুব সহজ ☐
- সহজ ☐
- জটিল ☐

৬. কোর্স সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ সামগ্রীর মান কেমন ছিল ?
- খুব ভাল ☐
- ভাল ☐
- ভাল নয় ☐

৭. শিক্ষণ পরিবেশ কেমন ছিল ?
- খুব ভাল ☐
- ভাল ☐
- ভাল নয় ☐

৮. প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশল উপযোগী ছিল কিনা ?
- হ্যাঁ ☐
- মোটামুটি ☐
- না ☐

৯. প্রশিক্ষণ কোর্সে উপস্থাপিত বিভিন্ন অধিবেশনের ওপর আপনার মতামত দিন (◯ -বৃত্তাকারে)

বিঃ দ্রঃ অধিবেশনের বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, বোধগম্যতা এবং সময় বিবেচনা করে সঠিকভাবে একটি মতামত দিন ।

অধিবেশন	ভাল না	মোটামুটি ভাল	ভাল	খুব ভাল
	০	১	২	৩
কোর্স পরিচিতি	০	১	২	৩
বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের পরিচিতি এবং বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	০	১	২	৩
'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য সাব-সেক্টরের রূপরেখা	০	১	২	৩
সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩	০	১	২	৩
সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ (সংশোধনীসহ)	০	১	২	৩
মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০এবং মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫ (সংশোধনী'২০০০সহ)	০	১	২	৩
পরিবীক্ষণ (Monitoring), নিয়ন্ত্রণ (Control) ও তদারকি (Surveillance) পদ্ধতির এর ধারণা, সংজ্ঞা ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ	০	১	২	৩
বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী (MCS) কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা	০	১	২	৩
মৎস্য বিষয়ক আন্ড়র্জাতিক আইন ও কনভেনশনসমূহ (UNCLOS, FAO-CCRF, CBD and RAMSAR)	০	১	২	৩
আন্ড়র্জাতিক আইন ও কনভেনশনসমূহের আলোকে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (EEZ) নির্ধারণ	০	১	২	৩
মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় MCS পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা	০	১	২	৩
প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার এর সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় MCS পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা	০	১	২	৩
সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ পরবর্তী পরিচর্যা ও মাছের গুণগতমান সংরক্ষণ	০	১	২	৩
সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জীবনের নিরাপত্তায় গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ	০	১	২	৩
সমুদ্রে ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয়	০	১	২	৩
সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকা	০	১	২	৩
মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে করণীয় পদক্ষেপ	০	১	২	৩
সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয়	০	১	২	৩
সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan)	০	১	২	৩

১০. প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ওপর আপনার সার্বিক মতামত ব্যক্ত কর"ন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ ০৫ সময় ঃ ১২:১৫-১২:৪০ মেয়াদকালঃ ২৫ মিনিট

শিরোনাম ঃ প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় জেলা/ উপজেলাসমূহের মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন করা, যাতে তাঁরা তাঁদের বর্তমান জ্ঞান এবং পূর্ববর্তী জ্ঞানের তুলনা করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নপত্র পূরণ করবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা ঃ	• প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নের উদ্দেশ্য । • কীভাবে মূল্যায়নপত্র উপস্থাপিত হয়েছে। • কীভাবে মূল্যায়নপত্র পূরণ করতে হবে।	বক্তৃতা	২ মিনিট
বিষয়বস্তু ঃ	• অংশগ্রহণকারীদের বসার আয়োজন। • প্রশ্নপত্র বিতরণ। • মূল্যায়ন অধিবেশন (১৫ মিনিট)। • মূল্যায়নপত্র সংগ্রহ করা।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	১৮ মিনিট
সারসংক্ষেপ ঃ	• কোর্স মূল্যায়নের সাথে সংযোগ সাধন। • মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা করা।	প্রশ্নোত্তর	৫ মিনিট
সহায়ক সামগ্রী ঃ ল্যাপটপ,অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নপত্র ও ঘড়ি।			

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণ প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ঃ পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

মেয়াদকাল ঃ ০৫ দিন (২২/০২/১০ - ২৬/০২/১০)
কোর্স মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নপত্র

নাম..... পদবী.....

কর্মস্থল.....

পূর্ণমান -১০০ সময়– ১৫ মিনিট

সকল প্রশ্নের মান সমান। সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন।

১। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (EEZ) কত নটিক্যাল মাইল পর্যন্ড় ?
ক) ১৫০ খ) ২০০ গ) ২৫০ ঘ) ৩৫০

২। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের টেরিটোরি ওয়াটার (Territory water) কত নটিক্যাল মাইল পর্যন্ড় ?
ক) ১০ খ) ২৫ গ) ১২ ঘ) ৩০

৩। বাংলাদেশের সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Reserve) এর মোট আয়তন কত বর্গ নটিকেল মাইল ?
ক) ২০৪ খ) ২২৫ গ) ২৪০ ঘ) ৩০০

৪। বাংলাদেশের কোস্ট লাইন (Coast line) কত কিলো মিটার ?
ক) ৪০০ খ) ৫১০ গ) ৫৭৫ ঘ) ৭১০

৫। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে জলায়তন কত বর্গ কিলোমিটার ?
ক) ১,৪৭,৫৭০ খ) ১,৬৬,০০০ গ) ১,৭০,৫৭০ ঘ) ১,৭৫,০০০

৬। বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলার সংখ্যা কয়টি ?
ক) ১০ খ) ১২ গ) ১৪ ঘ) ১৯

৭। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ও বিধিমালা কোন সালে জারী করা হয় ?
ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭৪ গ) ১৯৮৩ ঘ) ১৯৮৫

৮। প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে কোন আইন বলে ?
ক) মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর সংশোধনী ২০০০ খ) সামুদ্রিক মৎস্য আইন ১৯৮৫
গ) জলাধার সংরক্ষণ আইন ১৯৪৭ ঘ) কোনটিই না

৯। বঙ্গোপসাগরে প্রধান মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রের সংখ্যা কয়টি ?
ক) ২ খ) ৪ গ) ৭ ঘ) ১০

১০। সর্বোচ্চ জোয়ারে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মৎস্য আহরন এলাকা উপকূল হতে কত মিটার গভীরতা পর্যন্ড় নির্ধারিত ?
ক) ১০ খ) ২০ গ) ২৫ ঘ) ৪০

১১। বেহুন্দি জাল (set bag net) এর শেষপ্রান্ড় (Codend) এর ফাঁসের (mesh size) আকার কত মিলিমিটার পর্যন্ড় নির্ধারিত ?
ক) ৩০ খ) ৪৫ গ) ৬০ ঘ) ৬৫

১২। চিংড়ি ট্রলারে ব্যবহৃত জালের শেষপ্রান্ড় (Codend)এর ফাঁসের (mesh size) আকার কত মিলি মিটার পর্যন্ড় নির্ধারিত?
ক) ৪৫ খ) ৬০ গ) ৬৫ ঘ) ৭০

১৩। মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলার পরিচালনাকারীকে কি নামে অভিহিত করা হয়?
ক) মেট খ) প্রধান প্রকৌশলী গ) স্কীপার ঘ) কোনটিই না

১৪। হাজারী বরশী বা লংলাইন ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারনতঃ কী মাছ ধরা হয় ?
ক) চিংড়ি খ) ডিমার্সেল বা তলদেশীয় মাছ গ) পেলাজিক বা উপরিতলের মাছ গ) ইলিশ মাছ

১৫। কোন মাছকে পেলাজিক বা উপরিতলের মাছ বলা হয় ?
ক) চিংড়ি খ) টুনা গ) বাইম ঘ) লবস্টার

১৬। সাগরে পার্স সিন (Purse seine) জাল দিয়ে কি ধরণের মাছ ধরা হয় ?
ক) ডিমার্সেল খ) পেলাজিক গ) স্কুইড ঘ) চিংড়ি

১৭। কোন জাল অধিকতর পরিবেশ বান্ধব (Ecofriendly)?
ক) ঠেলা জাল খ) বেহুন্দি জাল গ) ট্রামেল জাল ঘ) ভাসান জাল

১৮। দেশের মোট উৎপাদিত মৎস্যের কত ভাগ সমুদ্র থেকে আহরন করা হয় ?
ক) ২৩% খ) ২৫% গ) ২৮% ঘ) ৩০%

১৯। জীববৈচিত্র্য বলতে কি বুঝি?
ক) উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের পার্থক্য খ) উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির বৈচিত্রময় সমাহার
গ) নানা প্রজাতির মৎস্যের সমাহার ঘ) জড় ও জীবজগতের প্রজাতির সমাহার

২০। নীচের কোনটি বৈশ্বিকভাবে বিপন্ন প্রাণি হিসাবে স্বীকৃত ?
ক) বোয়াল মাছ খ) বাগদা চিংড়ি গ) তিমি হাঙ্গর ঘ) টুনা মাছ

২১। 'ভিশন -২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার সময়কাল–
ক) ২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১ খ) ২০১০-১১ থেকে ২০১২-১৩
গ) ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ ঘ) ২০১৩-১৪ থেকে ২০২০-২১

২২। আধুনিক ব্যাখ্যায় 'জেন্ডার'বলতে বুঝায়–
ক) নারী ও পুর"ষের মধ্যকার শারীরিক পার্থক্য খ) নারী পুর"ষের মধ্যকার সামাজিক পার্থক্য
গ) নারী ও পুর"ষের মধ্যকার পোষাকের পার্থক্য ঘ) কোনটাই না

২৩। নীচের কোনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ?
ক) গৃহযুদ্ধ খ) নাশকতা গ) জলোচ্ছাস ঘ) বর্ণবিদ্বেষ

২৪। নীচের কোনটি মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ নয়?
ক) গৃহযুদ্ধ খ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গ) ভূমিকম্প ঘ) নাশকতা

২৫। ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংকেত এর ৮নং মহা বিপদসংকেত হলো–

ক) ঝড়টি বন্দরের দক্ষিণ দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।

খ) ঝড়টি বন্দরের উত্তর দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।

গ) ঝড়টি বন্দরের উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।

ঘ) কোনটিই না

২৬। ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে মৎস্য নৌযানের বা ট্রলারের যে বিষয়টি নিশ্চিৎ করতে হবে–

ক) নৌযানটি কাঠের তৈরী

খ) নৌযানে ওয়ারলেস ও রেডিও সেট আছে

গ) নৌযানে ঘটি-বাটির সেট আছে

ঘ) নৌযানটি ষ্টীলের তৈরী

২৭। পরিবীক্ষণ (Monitoring) বলতে কি বুঝি?

ক) তথ্য সংগ্রহ, পরিমাপ ও তথ্য বিশে□ষন

খ) আইন প্রণয়ন

গ) আইনের প্রয়োগ

ঘ) কোনটিই না

২৮। পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি পদ্ধতি বাস্তবায়নের আধুনিক প্রযুক্তি কোনটি?

ক) VTMS (ভ্যাসেল ট্র্যাকিং মনিটরিং সিষ্টেম)

খ) FAD (ফিশ এ্যাগ্রিগেটিং ডিভাইস্)

গ) Fish Pass (ফিশ-পাশ)

ঘ) কোনটিই না

২৯। আকাশপথে সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নজরদারীর ব্যবস্থা রয়েছে কোন দেশে ?

ক) বাংলাদেশে খ) মালয়েশিয়ায় গ) নেপালে ঘ) মিয়ানমারে

৩০। HACCP বলতে বুঝায়–

ক) Have A Chance for Co-operation with Processor

খ) Hazard Analysis Critical Control Point

গ) Have A Chance to Cheat with Packer

ঘ) Hatchery and Aquaculture Critical Control Point

৩১। মাছের গুণাগুণ সংরক্ষণ করতে হলে কোন বিষয়ে বেশী গুর ত্ব দিতে হবে ?

ক) আলো নিয়ন্ত্রণ খ) তাপ নিয়ন্ত্রণ গ) বাতাস নিয়ন্ত্রণ ঘ) সবগুলোই

৩২। হ্যাসাপ (HACCP) কী ?

ক) মাছের বংশগতি পরীক্ষার পদ্ধতি

খ) মাছের গুণগতমান সংরক্ষণের পদ্ধতি

গ) মাছের শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতি

ঘ) মাছের মজুদ জরীপ পদ্ধতি

৩৩। চিংড়ি বা মাছ পরিবহনে জন্য কী ব্যবহার করা উচিৎ ?

ক) বাঁশের ঝুড়ি খ) প□াষ্টিকের বাক্স গ) কাগজের ব্যাগ ঘ) সবগুলোই

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ ০৫ সময় ঃ ১২:৪০-১৩:১০ মেয়াদকালঃ ২৫ মিনিট

শিরোনাম ঃ সমাপনী অনুষ্ঠান

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় জেলা/ উপজেলাসমূহের মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে 'সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ঃ পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ' এর সমাপ্তি ঘোষণা

উদ্দেশ্য ঃ অংশগ্রহণকারীরা আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের সাথে পরিচিত হবেন এবং কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কার্যক্ষেত্রে কাজে লাগানোর বিষয়ে উদ্দীপ্তকরণ বক্তব্য শুনবেন ও দিবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা ঃ	অনুষ্ঠান পরিচালকের ভূমিকা বক্তব্য।	বক্তৃতা	২ মিনিট
বিষয়বস্তু ঃ	• অধিবেশনের প্রশিক্ষক অনুষ্ঠানসূচি ঘোষনা করবেন • একজন অংশগ্রহণকারী ও আমন্ত্রিত অতিথি কোর্সে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে বক্তব্য দিবেন এবং সম্প্রসারণ কর্মীরা তাদের সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কাজ চালিয়ে যাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করবেন • প্রধান অতিথি কর্তৃক সমাপ্তি ভাষণ দান • প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সদনপত্র বিতরণ।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	২৫ মিনিট
সারসংক্ষেপ ঃ	সভাপতি অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন এবং সমাপ্তি ঘোষণা করবেন ও আমন্ত্রিত অতিথিদের চায়ের দাওয়াত দিবেন।	প্রশ্নোত্তর	৩ মিনিট
সহায়ক সামগ্রী ঃ ল্যাপটপ,অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি ও ব্যানার।			

List of Abbreviations

BFRI	Bangladesh Fisheries Research Institute
BOBP	Bay of Bengal Bengal Programme
CBD	Convention of Biological Diversity
CCRF	Code of Conduct for Responsible Fisheries
CMC	Central Monitoring Centre
DoF	Department of Fisheries
EEZ	Exclusive Economic Zone
FAO	Food and Agriculture Organization
FRSS	Fisheries Resources Survey System
GIS	Geographical Information System
GMDSS	Global Maritime Distress and Safety Syatem
GPS	Global Positioning System
HMFS	Highly Miratory Fish Stock
IBA	Important Bird Area
IMF	Integrated Fish Monitoring
IPC	International Plan of Action
IUU	Illegal,Unregulated and Unreported
IWMI	International Water Management Institute
LOA	Length Over All
MACH	Management of Aquatic Resources through Community Husbandry
MCS	Monitoring Control and Surveillance
NAFO	North Atlantic Fisheries Organization
NEAFC	North East Atlantic Fisheries Commission
OLSFP	Oxbow Lakes Small-Scale Fishermen Project
RNR	Renewable Natural Resources
SATCOMMS	Satellite Communications
SCS	Satellite Communication System
SCS	Supporting Communication System
SFS	Straddling Fish Stock
SICD	Small Island Developing State
SPFFA	South Pacific Forum Fisheries Agency
UNCLOS	United Nations Convention on theLaw of the Sea
VAM	Vessel Monitoring System
VTMS	Vessel Tracking Monitoring System
WWF	World Wildlife Foundation